পাঠ্যপুস্তক এখন বাজারে সক্রিয় দুর্নীতিবাজরা

জানুয়ারি মাসেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। তবে এবারও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা নিয়ে হয়েছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। বইয়ের আগেই নোট বইয়ের সয়লাফ হয়ে গেছে বাজার। এ অনিয়মের নেপথ্যে এখনও সক্রিয় এনসিটিবির দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তারা...লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য,** ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

ইস্পাহানী স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তাহমিনা হাসান। গত ৮ জানুয়ারি সে প্রথম নতুন শ্রেণীতে ক্লাস করতে গিয়েছে। হাতে তার বোর্ডের কয়েকটি নতুন বই। প্রথম দিনেই ক্লাসে নতুন বই নিয়ে আসতে পারায় তাহমিনা ভীষণ খুশি। তার মতো ক্লাসের সব ছাত্রীর কাছেই ছিল নতুন বই। দেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীগুলোর পাঠ্যবই এখন দ্রুতলয়ে সরবরাহ চলছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে প্রাথমিক স্তরের নব্বই ভাগ বই স্কুলগুলোতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের ৬০টির মধ্যে ৩৯টি বই এখন বাজারে। বাকি বইগুলো এ সপ্তাহের মধ্যেই বাজারে চলে আসবে। এ বছর প্রাথমিক স্তরের ৮টি ও মাধ্যমিক স্তরের ১২টি বইয়ের সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এসব বইগুলোর সিলেবাস পরিবর্তনের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত নেয়া হয়নি। মানা হয়নি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কারিকুলাম পরিবর্তনের নীতিমালা। অভিযোগ উঠেছে, শুধুমাত্র জোট সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বঙ্গবন্ধু নামের আগে জাতির জনক শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা ও ইতিহাস ভিত্তিক বইগুলোতে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিবর্তন করার জন্য সরকার ও অভিভাবকদের প্রায় বিশ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। এ বছরও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ নিয়ে এনসিটিবির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সক্রিয় ছিল। টেন্ডারের নিয়ম ভেঙে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে পজেটিভের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এনসিটিবির কতিপয় কর্মকর্তার সহযোগিতায় নোট সিন্ডিকেটের সদস্যরা বইয়ের আগেই পজেটিভ পেয়ে গেছে। ফলে তারা বইয়ের আগেই নোট বাজারে নিয়ে এসেছে। সরবরাহ করা হয়েছে নিম্নমানের পজেটিভ। ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেখিয়ে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কাগজ উত্তোলনের চেষ্টা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শুধু বইয়ের কভার পরিবর্তন করে গত বছরের বই এনসিটিবিতে জমা দিয়েছে। চাঁদাবাজির সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রেস মালিকদের। তবে বিভিন্ন অনিয়ম হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশকেরা দাবি করছে, সরকারের সদিচ্ছা, বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের

অভিভাবকরা ছুটছে বইয়ের দোকানে। স্কুলের বইয়ের সঙ্গে কিনতে হচ্ছে নোট বই

আন্তরিকতা, সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এসহানুল হক মিলনের তৎপরতার কারণেই জানুয়ারি মাসে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের জন্য বইয়ের দোকানে ভিড়

পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ চলছে দ্রুতলয়ে

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রাথমিক স্তরের ৪ কোটি ৭৩ লাখ বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে ৮টি বই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ কারণে আরো অতিরিক্ত ১ কোটি ৩০ লাখ বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত হয়। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার শতকরা ৩৮ ভাগ বই পুনরায় ব্যবহৃত হওয়ার হিসাবে বইয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। আটটি বইয়ের সিলেবাস পরিবর্তনের কারণে পুনরায় ব্যবহৃত বইয়ের সংখ্যা কমে যায়। এ কারণে নতুন সরকার অতিরিক্ত বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে প্রকাশকরা বলেছে, তারা নবেম্বর মাসের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের সব বইয়ের পজেটিভ পেয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠানগুলো এনসিটিবিতে বই জমা দিতে শুরু করে। পরিবর্তিত ৮টি বই বাদে অন্যসব বইয়ের কাজ শেষ। পরিবর্তিত বইয়ের ৮৫ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যেই বাকি বইয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১ জানুয়ারি ঢাকা গ্রন্থ মেলা উদ্বোধনের সময় প্রাথমিক স্তরের বই ছাত্রদের হাতে তুলে দেন। এনসিটিবি কর্মকর্তারা দাবি করছে, ১০ জানুয়ারির মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ৯০ ভাগ বই প্রত্যন্ত এলাকায় চলে গেছে। এ বছর মাধ্যমিক স্তরের ১ কোটি ৯৯ লাখ বইয়ের চাহিদা নির্ধারিত হয়েছে। পাঠ্যসূচির ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১২টি বইয়ের সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে। বোর্ডের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ধারিত অর্থে বই ছাপানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। বই দোকানগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের ৩৯টি বই বাজারে এসেছে। মুদ্রণ সমিতি জানিয়েছে, তারা জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সব বই বাজারে পৌঁছে দিতে পারবে। ২০০০-এর যশোর প্রতিনিধি মামুন রহমান জানিয়েছে, ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত যশোরে প্রাথমিক স্তরের বই এসেছে ৪ লাখ ৫৫ হাজার। অথচ যশোরে ৭৬৫৯টি প্রাথমিক স্কুলের জন্য বইয়ের প্রয়োজন ৯ লাখ ৪২ হাজার। যশোর মাধ্যমিক স্তরের শুধু বাংলা ও ইংরেজি বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

এ বছর মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের মূল্য কমানো হয়েছে। বইয়ের মূল্য কমেছে দশ পয়সা থেকে দুই টাকা পর্যন্ত। সপ্তম শ্রেণীর সপ্তবর্ণা বইয়ের পূর্ব মূল্য ছিল ৩২.৩৪ টাকা। বর্তমান মূল্য ৩২.২০ টাকা। কমেছে ১৪ পয়সা। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের দাম কমেছে ১.৯০ পয়সা। বইয়ের মূল্য কম থাকার কারণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মুদ্রণ সমিতির সভাপতি রব্বানী জব্বার ২০০০কে বলেন, সরকার প্রতি বছর আমাদের কাছ থেকে শতকরা দশ ভাগ রয়ালিটি নেয়। এ বছর দেড় ভাগ অর্থাৎ সাড়ে আট ভাগ রয়ালিটি নিচ্ছে। কর্ণফুলী পেপার মিলের কাগজও সহজলভ্য হয়েছে। আমরাও মার্জিন লাভে বই সরবরাহ করছি। প্রফেশনাল দায়িত্ব পালন করছি। এ কারণে বইয়ের দাম কম নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর আমরা প্রফেশনাল লোকেরা বই মুদ্রণের দায়িত্ব পেয়েছি। সরকার খুবই আন্তরিক ছিল নির্ধারিত সময় বই পৌঁছে দেয়ার জন্য। বিশেষ করে আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ সমস্যা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করেছে। ঢাকায় দিনে আমাদের ট্রাক চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পেপার মিলের স্টক কাগজ সরবরাহ করা হয়েছে। আমাদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য প্রতিমন্ত্রী এহাসনুল হক মিলন ছিলেন খুবই আন্তরিক।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য মাধ্যমিক স্তরের আরো ৫০ লাখ বই ছাপানোর সমস্ত উপকরণ সরকার স্টক রেখেছে।

পাঠ্যপুস্তক : ইতিহাস পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস সন্নিবেশ নিয়ে চলেছে বিতর্ক। প্রতিটি সরকারই ইতিহাসের উপস্থাপনা দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে করতে চেয়েছে। এ কারণে নতুন প্রজন্ম হয়েছে বিভ্রান্ত। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। পাঠ্যপুস্তকে বাঙালির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্নিবেশিত করার জন্য ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ২৩ লাখ টাকা ব্যয় করে এই কমিটি একটি সুপারিশমালা পেশ করে। এই সুপারিশমালার আলোকে গত বছরের পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হয়। অভিযোগ ওঠে, সরকার পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আওয়ামী লীগ দলীয় সংগ্রাম হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে আবারও ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বই প্রাথমিক স্তরের বাংলা, সমাজ, মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, সমাজ, পৌরনীতি, ইতিহাস বইয়ের পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত ছাড়াই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। গত বছরের চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বই-এর দশম অধ্যায়ে দুই বাঙালি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই প্রবন্ধে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী রয়েছে। প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর জীবনী প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের নতুন শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ না জানিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিক্ষুব্ধ লাখ লাখ জনতার সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, '... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।.. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তার ভাষণ বাঙালিকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র অসহায়

বাঙালির ওপর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ মার্চের গভীর রাতে (অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তারের আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নতুন বর্ষের বইতে বঙ্গবন্ধুর জীবনীতে লেখা হয়েছে, নির্বাচনে পূর্ব বাংলার দুইটি বাদে সব আসনে জয়ী হন আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা। নিয়ম অনুযায়ী শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু সামরিক শাসকেরা রাজি ছিল না বাঙালিকে ক্ষমতা দিতে। ফলে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫ মার্চের রাতে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নতুন বইতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাদ দেয়া হয়েছে। বইয়ে জিয়াউর রহমানের জীবনীতে লেখা হয়েছে, '৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করলে জিয়া তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, বিশেষত আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি না থাকায় সবাই বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। সে পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমান এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ২৬ মার্চ চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন থেকেই হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙালির যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ সরকার আমলে নির্ধারিত চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে জিয়াউর রহমান হয় উপেক্ষিত। আর বর্তমান সরকার পাঠ্যপুস্তকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনীকে বিভ্রান্তের জালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দুই রাজনৈতিক দলই সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের কারণে ইতিহাসকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইতে একটি কবিতা পরিবর্তন করা হয়েছে। নির্মলেন্দু গুণের স্বাধীনতা, এ গল্পটি কিভাবে আমাদের হল কবিতাটি বাদ দেয়া হয়েছে। এ কবিতার বদলে বইতে সংযুক্ত করা হয়েছে ফররুখ আহমেদের কবিতা। দলীয় ধারায় পাঠ্যপুস্তকের পবিবর্তনের জন্য দুই বছর প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বইয়ের সঙ্গে নোট বই

এবারও পাঠ্য বইয়ের আগেই বাজারে নোট বই চলে এসেছে। মাধ্যমিক স্তরের যেসব বই বাজারে এখনও আসেনি, বাংলাবাজার, নীলক্ষেতে এসব বইয়ের নোট পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সব নোট বইয়ের মান খুবই নিম্নমানের। বাংলাবাজারের অনেক নামকরা প্রকাশকও জড়িত রয়েছে নোট বই প্রকাশের সঙ্গে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বোর্ডের বইয়ের পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হবার পরই, এনসিটিবির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পাঠ্যক্রমের কম্পিউটার ডিস্ক তুলে দিয়েছে নোট বইয়ের প্রকাশকদের হাতে। নবেম্বর মাসেই নোট বইয়ের অসাধু প্রকাশকরা পেয়ে গেছে নতুন পাঠ্যক্রম। জানুয়ারির প্রথম দিকেই তারা বাজারে নিয়ে এসেছে নানা ধরনের নোট বই। পাঞ্জেরি, গ্যালাক্সি, টেলেন্ট গাইড, কথাকলি প্রিন্টার্সসহ নামে ও বেনামের প্রকাশনী নতুন পাঠ্যক্রমের নোট

জমজমাট শিক্ষা বাণিজ্য

ডবল ক্রাউন (ডিসি) ১/৮ সাইজ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার মূল্য ১৮ পয়সা। আর একই সাইজের ডবল ডিমাই (ডিডি) বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার মূল্য ২০ পয়সা। পাঠ্যপুস্তকের এ মূল্য নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। সেই হিসাবে ১০০ পৃষ্ঠার ডিসি ১/৮ সাইজের একটি বইয়ের দাম ২১.৫০ টাকা এবং ডিডি ১/৮ সাইজের একটি বইয়ের দাম ২৩.৫০ টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু নতুন বছরে বাজারে যেসব বোর্ডের বইয়ের সহযোগী বই এসেছে তার কোনোটিতেই এ নিয়ম প্রতিফলিত হয়নি। প্রতিটি বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ থেকে ৩ গুণ। এত ভেতরের খবর না জানা শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের মুখ বুজেই নির্ধারিত মূল্যে এসব বই কিনতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কারো কোনো প্রতিবাদ নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে, এই দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই জড়িত। এই দুর্নীতিকে জায়েজ করতে ঢাকা থেকে মফস্বল পর্যন্ত কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। যার ফায়দা লুটছে শিক্ষক সমিতি, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্কুল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর প্রকাশকরা। ঠকছে শুধু শিক্ষার্থীরাই। নতুন বছরের শুরুতে এই শিক্ষা বাণিজ্য এখন জমজমাট।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষা বাণিজ্যকে সামনে রেখে কোটি কোটি টাকা হাতে নিয়ে নেমে গেছে এক শ্রেণীর অসাধু বই ব্যবসায়ী। আর সেই অর্থ হাতিয়ে নিতে ওত পেতে বসে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকরা। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সম্পন্ন হলেই কপাল খুলে যাচ্ছে তাদের সবার। অসাধু ব্যবসায়ীরা টাকা দিয়ে আর শিক্ষক, শিক্ষক সমিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তা নিয়ে লাভবান হচ্ছে। সম্মিলিত দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে তারা তুলে দিচ্ছেন নিম্নমানের বই, যা তাদের কিনতে হচ্ছে উচ্চমূল্য দিয়েই। মার খাচ্ছে বাজারে থাকা উচ্চমানের বই।

দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের পঠিত বইয়ের সিংহভাগ প্রকাশিত হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের অধীনে। কিন্তু এর বাইরেও প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১৩/১৪টি অতিরিক্ত বই পড়ানো হয়ে থাকে। যার মধ্যে থাকে ব্যাকরণ, গ্রামার, দ্রুত পঠন এবং র‍্যাপিড বই।

নোট বই ছাড়াও বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ানো হয় সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের পছন্দমতো বই। ঐ সমস্ত বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে টাকার বান্ডিল নিয়ে মাঠে নেমেছে প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বই তালিকাভুক্ত করতে ব্যবসায়ীদের উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষক সমিতিকে ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা করে দিতে হয়। এর পরই সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বই তারা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। বইয়ের মান তখন আর বিবেচ্য হয় না। এখানেই শেষ নয়, ব্যবসায়ীরা সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয় পৃথক উপঢৌকন। যে কারণে প্রকাশকদের লাখ লাখ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়ে যায়, যা তারা আদায় করে শিক্ষার্থীদের ঘাড় মটকেই।

যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বই ব্যবসা মূলত নিয়ন্ত্রণ করে হাসান বুক ডিপো, হামিদিয়া লাইব্রেরি, আজিজিয়া লাইব্রেরি, পপুলার লাইব্রেরি ও সাহিত্য সাগর নামক কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। লাখ লাখ টাকা উপঢৌকন দিয়ে এরা ইতিমধ্যেই তাদের বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাদের কারণেই বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যবহারিক বাংলা ভাষা ও রচনা নামের ১৮৪ পৃষ্ঠার যে বইটির দাম হওয়া উচিত ৩৭ টাকা, তা শিক্ষার্থীকে কিনতে হচ্ছে ৭৫ টাকায়। কিন্তু এই উচ্চমূল্য দিয়েও শিক্ষার্থীরা কোনো উচ্চমানের বই পড়তে পারছে না। তাদেরকে পড়তে হচ্ছে নিম্নমানের বই। উৎকোচ আর উপঢৌকন দিয়ে লাভ করতে গিয়ে প্রকাশকরা নিম্নমানের বই, ক্ষেত্র বিশেষে বইয়ের ইনার পরিবর্তন করে নামকরা লেখকের নামে অখ্যাত লেখকের বই বাজারে ছাড়ছে। যাতে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ তো ঘটছেই না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে অবনতি হচ্ছে। আর অভিভাবকদের গচ্চা যাচ্ছে টাকা।

যশোর থেকে **মামুন রহমান**

বই বাজারজাত করেছে। উদাসীন এনসিটিবি ও আইন প্রযোগকারী সংস্থা। বাংলাবাজারে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ঘুরছে। চাঁদাবাজি ও বেআইনি কাজ বন্ধ করার জন্য। অথচ তাদের সামনেই চলছে নোট বইয়ের রমরমা ব্যবসা। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লাইব্রেরির মালিকরা এসে বইয়ের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে নোট বই। লাইব্রেরিগুলোও অভিভাবকদের বইয়ের সঙ্গে নোট বই কিনতে বাধ্য করছে। দেশে ৮০ সালে নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন প্রণীত হয়। আইনের তিন নং ধারার এক নং উপধারায় বলা হয়, কোনো ব্যক্তি নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ অথবা এর কোনো প্রকার প্রচার করতে পারবে না। এই বিধান লঙ্ঘন করলে সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড অথবা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। অথচ নোট বইয়ে বাজার ছেয়ে গেলেও কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বাংলাবাজার প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এ বছরও তিনশ' কোটি টাকার নোট বইয়ের ব্যবসা হবে। নোট বইয়ের মূল্য পাঠ্য বইয়ের কয়েক গুণ। অথচ খবচ খুবই কম।

অধিকাংশ নোট বইয়ের প্রকাশনার ঠিকানা মিথ্যা দেয়া থাকে। কয়েকটি নোট প্রকাশনা সংস্থার ঠিকানা গিয়ে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকেরা পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা জানে নোট বইয়ের নেপথ্যে কারা। নোট বইয়ের নেপথ্যের প্রকাশকেরাই প্রকাশনা শিল্পের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

এনসিটিবি : সক্রিয় দুর্নীতিবাজ চক্র

এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার অনিয়মে ও দুর্নীতির সঙ্গে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। এনসিটিবির দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে বিগত সময় দুইটি তদন্ত পরিচালিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) কাইয়ুম ঠাকুর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনিয়ম নিয়ে একটি তদন্ত পরিচালনা করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দপ্তরের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক আব্দুস সাত্তারকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। তদন্ত রিপোর্ট দুইটিতে এনসিটিবির নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতেও মামলা রয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা করেছিল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের

বছরের শুরুতে বই পেয়ে ওরা খুশি

প্রকল্পের উপ-উৎপাদক নিয়ন্ত্রক নুরুল হকের বিরুদ্ধে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো তার বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা করে। মামলা নং ১৮৩(১২) ১৯। তার বিরুদ্ধে '৯৪ সালে নবম শ্রেণীর কৃষিবিজ্ঞান বইটিতে ১১ টাকা ২৫ পয়সা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণের অভিযোগ রয়েছে। ৭২ সালে এয়াকুব আলী উচ্চমান সহকারী হিসেবে এনসিটিবিতে নিয়োগ পান। অভিযোগ রয়েছে প্রভাব ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এক ধাপ পার হয়ে তিনি সরাসরি সহকারী উৎপাদক হয়ে যান। মতিঝিল থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। মামলা নম্বর ১০৬। তারিখ ২৫-০১-২০০০।

আব্দুল মান্নানকে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার পরও '৯৭ সালে বোর্ডের রাজস্বখাতের বিতরণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। বিতরণ নিয়ন্ত্রক থাকাকালীন তিন লাখ টাকার পজেটিভ দুর্নীতির কারণে পরিদর্শক সৈয়দ আহম্মেদ তার বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ১৯৭ (১২) ৯৯। এই মামলায় তিনি ২০০০ সালের ৩ জানুয়ারি আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত তাকে জামিন নামঞ্জুর করে জেলে পাঠিয়ে দেন। পরের দিন তিনি জামিনে ফিরে আসেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অব্যাহতি দিলেও অভিযুক্ত নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা স্বপদে বহাল থেকে যায়। অভিযোগ রয়েছে এনসিটিবিতে এরা এখনও সক্রিয়। এবারও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের নানা অনিয়মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। বোর্ডের নিয়ম লঙ্ঘন করে টেন্ডারবিহীন দুইটি প্রতিষ্ঠানকে পজেটিভের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটো প্রগতি ও সূর্যোদয়। তারা নিম্নমানের পজেটিভ সরবরাহ করেছে। ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেখিয়ে কাগজের অর্থ তুলে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এ চক্রটি শুধু হাসান প্রেস এন্ড পাবলিকেশনের ২৩ লাখ টাকা তুলতে পেরেছে। এ টাকা এখনও উদ্ধার হয়নি। মতিঝিল থানায় হাসান এন্ড পাবলিকেশন, বিএস প্রিন্টিং প্রেস, ইনডিপেনডেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, মিতালী কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে গত বছর বেক্সিমকোর সঙ্গে সাব কন্ট্রাকের কাজ করা প্রেসগুলো গত বছরের বই শুধু কভার পরিবর্তন করে এনসিটিবিতে জমা দেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা পুরনো বই বাজারজাতকরণেরও চেষ্টা করছে। গত বছরের বই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও বেক্সিমকো পাবলিকেশন, প্রিপ্রেস, শুকতারার বিরুদ্ধে এখনও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। জানা গেছে, দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিষয়টি আবারও তদন্ত করবে। প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন এনসিটিবিকে ৩১ ডিসেম্বরের পর শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা ও ঢেলে সাজানোর কথা বলেছিলেন। অদৃশ্য কারণে এ উদ্যোগেও ভাটা পড়েছে।

তবে সবাই স্বীকার করছে, সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার কারণে এ বছর সঠিক সময় বই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে। তবে এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন এনসিটিবিকে দুর্নীতিমুক্ত করা। বছরের প্রথম থেকেই সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া।